লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২১ • সংখ্যা - ২৪ • ১লা মার্চ ২০১৩ • মূল্য - ২.০০ টাকা • Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

স্বাস্থ্য শিবির

বার্তা প্রতিনিধি: বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের সীতাহাটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৫ই জানুয়ারি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম সচিব দেবাশিষ বসু। শিবিরে ১২০ জন গর্ভবতী মহিলাকে হরলিক্স ও চাদর এবং ৩০ জন কুষ্ঠ রোগীকে কম্বল দেওয়া হয়।

প্রকৃতি বীক্ষণ

বার্তা প্রতিনিধি: বর্ধমানের প্রকৃতি প্রেমিক সংস্থা 'ভ্রামণিক' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ৫ দিনের শৈলারোহণ ও প্রকৃতি বীক্ষণ শিক্ষণ শিবির। এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলার তিলাবনি সংলগ্ন এলাকায়। বর্ধমান হলি রক স্কুলের ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী এই শিবিরে অংশ নেন। শিবিরে শৈলারোহণ ছাড়াও বার্ড ওয়াচিং, স্টার ওয়াচিং, কুকিং, ট্রেজার হানটিং, ভিলেজ সার্ভে, তিলাবনি পাহাড় সামিট প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ চলে। ক্যাম্পফায়ার ও পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌনাচ ছিল এই শিবিরের মূল আকর্ষণ।

ভ্রূণ চিকিৎসক

বার্তা প্রতিনিধি: ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের মত বেআইনি কাজ করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৫ জন চিকিৎসক সহ ৮ জন। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ভারতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা হ্রাসের একটি বড় কারণ হল কণ্যা ভ্রূণ হত্যা। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে এখানেই।

দু'টাকায় শর্করা

বার্তা প্রতিনিধি: শুনতে আশ্চর্যের হলেও মাত্র ২ টাকায় ব্লাড সুগার পরীক্ষা করানো যাবে এই খবরে দারুণভাবে উৎসাহিত হবেন ভারতের ডায়াবেটিস রোগীরা। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর) এর অনুমোদন পেয়েছে বলে জানা গেছে। গ্লুকোজ মিটারের তুলনায় একশ ভাগেরও কম রক্তে এই পরীক্ষা করা যায়। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে নামমাত্র মূল্যে এই পরীক্ষা চালু হলে অনেক গরীব রোগী উপকৃত হবেন।

'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কার

রাজীব চৌধুরী: 'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কার ঘরে তুলল বীরভূমের তাঁতিপাড়া হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। খুশি ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ। পুরস্কার হাতে পেয়ে কচিকাঁচারা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে তাঁতিপাড়া গ্রামের গালায় বিপিন প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিহির লাল স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিরাজমোহিনী কন্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা। তাদের হাতে লেখা রংবেরংয়ের ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডে লেখা 'কোনও শিশুকে বিদ্যালয়ের বাইরে রাখা যাবে না', 'বয়স পাঁচ এর বেশি হলেই প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স ছয় এর বেশি হলেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করুন', শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি শ্লোগান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের 'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কার ট্রফি ও মানপত্র নিয়ে পদযাত্রায় পা মেলায়। হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তিরাম গড়াই জানান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার ও তার ব্যবহার, উদ্যান, মিড-ডে-মিল ও পড়ুয়াদের সংসদ পরিচালনার ক্ষমতা দেখেই আমাদের বিদ্যালয়কে সেরা বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বীরভূম জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ

এরপর দু'য়ের পাতায়

ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্যে তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি

বার্তা প্রতিনিধি: 'আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা এ ধরনের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। যে গুটিকয়েক পঞ্চায়েতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেখানে ডাক্তাররা কদাচিৎ আসেন। চিকিৎসা পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা প্রায় আসেন না বললেই চলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধপত্রই থাকে না। যেহেতু জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে এবং প্রাথমিকভাবে সন্তান ধারনের বয়:সীমায় পৌঁছানো মহিলারাই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অন্যতম লক্ষ্য তাই সেক্ষেত্রে আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, **'পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যদের পঞ্চাশ শতাংশই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নন।'** - এটা কারুর কোন মনগড়া উপলব্ধি নয়। ভারতের ১৮টি রাজ্যে ২০১২ সালের মাঝামাঝি এক সমীক্ষা চালিয়ে নয়াদিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স (আই এস এস) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্প চালু আছে এমন রাজ্যের ৪০০ মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যকে এই সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই মহিলাদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ছিলেন, যারা সন্তান ধারনের উপযুক্ত বয়:সীমায় পৌঁছেছেন। তফসিলী জাতি, উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মহিলাদেরও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় এই সমীক্ষায়। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন মহিলাই ছিলেন মাধ্যমিক স্কুল বা তার উপরের ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা জানা।

আই এস এস সমীক্ষা অনুসারে

এই সমীক্ষায় যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয় সেগুলি হল, স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শৌচাগারজনিত স্থায়ী সমিতির কাজকর্ম, 'আশা' কর্মীদের কাজ, মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের ভূমিকা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বর্তমান পরিকাঠামো ও মানব সম্পদের ব্যবহার এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে দুর্নীতির মাত্রা কতখানি?
মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের অধিকাংশই জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের অধীনে টাকা পাবার জন্য পঞ্চায়েতগুলি

এরপর দু'য়ের পাতায়

ড্রপ-আউট : সাইকেল বিতরণ

নাসিরুদ্দিন গাজী: স্কুলে ড্রপ-আউট কমাতে এবার সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ করবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ২৬০০ ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এর জন্য খরচ হবে ৭৫ লক্ষ টাকা। আগে সরকার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিলি করলেও সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সাইকেল বিলি করার উদ্যোগ এই প্রথম নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের অভিমত। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে নবম, দশম, একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হবে। বিশেষত: মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে ড্রপ-আউট কমানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত ভাল কাজ দেবে বলে জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অভিমত। এই জেলায় সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের জন্য মাদ্রাসা আছে ১৬টি। সেখানকার ছাত্রীদেরও সাইকেল দেওয়া হবে বলে জানা যায়।
এ প্রসঙ্গে, বনমালিচট্টা স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি মামুদ হোসেন বলেন, গ্রামের ছাত্রীদের মধ্যে এই পরিষেবা সুফল দেবে। এমনিতেই গ্রামের দূর দূরান্ত থেকে ছাত্রীরা কষ্ট করে বিদ্যালয়ে আসে। তাদের একমাত্র পরিবহন

এরপর দু'য়ের পাতায়

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারই তৃপ্তিদেবীর বড় তৃপ্তি

নাসিরুদ্দিন গাজী: হস্তশিল্পের কাজ করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে স্বভাবতই খুশি তৃপ্তিদেবী এটাকেই জীবনের পরম তৃপ্তি বলে মনে করেন। হস্তশিল্প বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট সমাদৃত হয়ে উঠেছে। গৃহবধুরা একাজ শিখে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। আর এই স্বনির্ভর হতে চাওয়া মহিলাদের আরও উৎসাহদানে প্রতিবছরই কেন্দ্রের তরফে শ্রেষ্ঠ হস্তশিল্পীকে তার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।
তৃপ্তিদেবী কাঁথাস্টিচের ওপর বুটিকের কাজ করেন। সেই কাজেই তিনি তুলে ধরেছিলেন গ্রামবাংলার কথা। বুটিকের ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যুদ্ধের ছবি, গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যেতে বসা হাটের দৃশ্য। এছাড়াও বেশ কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চেহারা নিজের হস্তশিল্পের

এরপর দু'য়ের পাতায়

গরীবদের জন্য কমিউনিটি কিচেন

বার্তা প্রতিনিধি: হতদরিদ্র মানুষদের দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খাওয়াতে সার্বজনীন রান্না ঘর অর্থাৎ কমিউনিটি কিচেনের সুপারিশ করল ওয়াধা কমিটি। ভর্তুকিতে সরবরাহ করা খাদ্যের বাইরে পাচার হওয়া সমস্যার সমাধান করতে রেশন দোকান চালানোর দায়িত্ব সরকারি সমবায় সংস্থা, পঞ্চায়েত বা মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর দলগুলির হাতে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। দারিদ্র সীমার উপরে থাকা মানুষদের অর্থাৎ এ পি এলদের রেশনের আওতার বাইরে নিয়ে আসার ব্যাপারে কমিটি মত প্রকাশ করেছে।
ওয়াধেরা কমিটির মতে, ভারতবর্ষে এমন অনেক গরীব মানুষ আছেন যাদের পক্ষে ভর্তুকিতে দেওয়া খাদ্যশস্যও কেনা সম্ভব হয় না। তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে বা শহরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা বেছে নিয়ে যেমন বাসস্ট্যান্ড,

এরপর দু'য়ের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৩

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। সঠিক দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও মাস দু'য়েকের মধ্যেই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তেমন ইঙ্গিতই রয়েছে সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াটা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাঠামোয় যেমন লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন গণতান্ত্রিক কাঠামোকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রবণতা যদি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা যেত তাহলে আরও ব্যাপকতর হতে পারত গণতান্ত্রিক পরিমন্ডল।

পঞ্চায়েতের কথাই ধরা যাক। নির্বাচনের পর যদি এই পঞ্চায়েতটাই কাগজে কলমে নয়, সঠিকভাবে হয়ে উঠত গ্রামের সকলের পঞ্চায়েত, উন্নয়নের কাজ হত জনমুখী পঞ্চায়েত ভাবনায়, নির্বাচনের উত্তাপ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দলতন্ত্রের উর্ধ্বে উঠে যদি প্রতিষ্ঠিত হত জনতন্ত্র, উন্নয়নে যদি সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করানো যেত, সর্বস্তরের কাজের মানুষকে সামিল করে যদি গঠন করা যেত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, দলতন্ত্রের উর্ধ্বে উঠে যদি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার সংকল্পকে রূপ দেওয়া যেত, পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সময়মত সংসদ সভা ও গ্রাম সভাকে সফল করে তোলার উদ্যোগে সবাই মিলে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে তৃণমূল স্তর থেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হত। দশের ভাবনায় দেশের উন্নয়নে গণতন্ত্রের মুখ উজ্জ্বল হত। তৈরি হত নতুন ভাবনার নিরিখে আদর্শ মডেল গ্রাম। আর এর ফলে পঞ্চায়েতের কাজে মানুষের অংশগ্রহণও সুনিশ্চিত করা যেত। গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে তাদের গভীর আস্থা জন্মাত গ্রাম পঞ্চায়েত তথা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে।

আমাদের রাজ্যের কোন রাজনৈতিক দলই কি আদর্শ পঞ্চায়েত - আদর্শ গ্রাম তৈরির ভাবনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে এমন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে না? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দলতন্ত্রকে জনতন্ত্রে রূপান্তরিত করার চাইতে বড় পরিবর্তন আর কি হতে পারে?

প্রথম পাতার পর...

'নির্মল বিদ্যালয়'

সভাপতি ড: রাজা ঘোষ বলেন, আমি চাই নির্মলতার লক্ষ্যে সকলেই অগ্রণী ভূমিকা নিক। আমি নিজে যাব রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়া হাটতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিলিত হব খুদে পড়ুয়াদের সাথে।

এদিকে, 'নির্মল বিদ্যালয়ে'র আওতায় জলপাইগুড়ি জেলার ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও সম্প্রতি, জেলাপরিষদের হল ঘরে একটি অনুষ্ঠানে 'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান ধরিত্রী মোহন রায়। সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিক অলোক মহাপাত্র জানান, আলিপুরদুয়ার মহকুমার ভেলড়াবরি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলায় শীর্ষস্থান পেয়েছে। দু'টি বিদ্যালয়কেই ২৫ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাজগঞ্জের খোলাচানকাপরি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। তিনটি বিদ্যালয়কে তিনটি কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পাতার পর...

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

মধ্যে তুলে ধরেছিলেন। এই নিপুণ হাতে কাজ করে ২০০৯-১০ সালে সরকারি এক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তৃপ্তিদেবী। তার হাতের কাজ বাজার মাত করে দেয়। ভালো লাগার রেশ বিচারকদের মনেও দাগ কাটে। তিনি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। সেই দিনেই পুরস্কারটি তৃপ্তিদেবীর হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। তৃপ্তিদেবী পেয়েছেন শান্তাকবির ও শিল্পগুরু পুরস্কার। রাষ্ট্রপতি তাঁর হাতে তুলে দেন একটি তাম্রফলক ও একটি শংসাপত্র।

এ প্রসঙ্গে তৃপ্তিদেবী জানান, 'আমি অনেকদিন ধরেই হস্তশিল্পের কাজ করছি কিন্তু এই প্রথমবার পুরস্কার পেলাম, তাও আবার রাষ্ট্রপতির হাত থেকেই। ধন্য হল আমার জীবন।'

স্বনির্ভর সম্মেলন

বার্তা প্রতিনিধি: সম্প্রতি বাঁকুড়ার শালতোড়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। তিনি বলেন, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প, সবজি চাষ, মাশরুম চাষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শীঘ্রই শালতোড়ায় একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করবে রাজ্য সরকার। তাদের তৈরি খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য শালতোড়াতে একটি বিপণন কেন্দ্রও খোলা হবে। শালতোড়াতে এক হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায় ১২ হাজার মহিলা জড়িত রয়েছেন বলে শ্রী মাহাতো জানান।

প্রথম পাতার পর...

সাইকেল বিতরণ

মাধ্যম সাইকেল। কিন্তু অর্থাভাবে অনেকেই তা কিনতে পারে না। সেই কারণে অনেকেই পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। সাইকেল কিনে দিলে ওই ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি যেমন আগ্রহ বাড়বে, তেমনি যোগাযোগের সমস্যাও দূর করা সম্ভব হবে। জেলা সংখ্যালঘু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অলোক হালদার জানান, খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ৭৫ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পটির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে সাইকেল বিলি করা হবে।

প্রথম পাতার পর...

ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটেনি

এখনও অপেক্ষমান। মহিলা সদস্যদের এ ধরনের কথাবার্তা থেকে এটা পরিস্কার যে, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন তার লক্ষ্য পূরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষকে স্বাস্থ্য সুরক্ষাজনিত সমস্যার মোকাবিলায় জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের ব্যর্থতার চিত্রই ধরা পড়েছে এই সমীক্ষায়। গ্রামীণ এলাকার সমস্ত মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের অঙ্গীকার করা হলেও জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি এই অঙ্গীকারকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে।

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

- **নির্বাচিত মহিলা উত্তরদাতাদের মাত্র ৫০ শতাংশই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন সম্পর্কে অবহিত।**
- **যদিও তারা এই প্রকল্পের কথা শুনেছেন কিন্তু এই প্রকল্পের অধীনে পঞ্চায়েতে কি ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।**
- **উত্তরদাতা মহিলাদের ৪১ শতাংশই জানান, তাদের পঞ্চায়েত বা নিকটবর্তী কোথাও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বলতে কিছু নেই।**
- **মহিলা উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪০ শতাংশই জানান যে,ডাক্তারবাবু কখনও তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না।**
- **৫৫ শতাংশ মহিলা জানান, ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন।**
- **৩৬ শতাংশ জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত কোন কর্মীই তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই।**
- **পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৪৫ শতাংশই জানান, তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ওষুধ থাকে না। অথচ জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যই হল, গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা।**
- **মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশই জানান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত স্থায়ী সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। ৩৫ শতাংশ জানিয়েছেন তারা এই কমিটির কাজের পরিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।**
- **নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ৮৫ শতাংশই 'আশা' কর্মীদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত। দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে যে সমস্ত মহিলা প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা জানান, 'আশা' কর্মীরা মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা এবং এইচ আই ভি'র আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাবার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তুলেছেন। কিন্তু সামান্য মানের প্রশিক্ষণ, সামান্য মাইনে, দূরে কষ্টসাধ্য যোগাযোগ রাখা এবং সময়মত ওষুধপত্র না পাওয়া প্রভৃতি কারণে 'আশা' কর্মীদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে।**

এই সমীক্ষায় 'আশা' কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাজনিত ভূমিকার কথাই বার বার উঠে এসেছে বিশেষত: শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে। এই সমীক্ষার তথ্য থেকে এটাও সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, 'আশা' কর্মীরাই টিকাকরণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন এবং তাদের কাছেই সাধারণ রোগের চিকিৎসার ওষুধপত্রের একটি বাক্স থাকে। তারা সন্তান-সম্ভবা মায়েদের প্রসবের জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন। বিশেষত: সন্তান-সম্ভবা মায়েদের প্রসব এবং শিশু টিকাকরণের ব্যাপারে 'আশা'ই প্রকৃত স্বাস্থ্যকর্মী রূপে চিহ্নিত হতে পারেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নতির জন্য সহস্রাব্দের মূল লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকারে ২০০৫ সালে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের কাজ শুরু করে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যের কাজকর্মের সূচনা, উন্নত পরিকাঠামো এবং বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতী রাজের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সর্বাত্মক উন্নতির মধ্যেই জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের ভূমিকা অন্তর্নিহিত। সমীক্ষা থেকে এটাও জানা যায়, পুষ্টির উদ্যোগ, 'আশা' কর্মী প্রশিক্ষণ, উৎসাহ প্রদান সহ সহস্রাব্দের মূল লক্ষ্য পূরণে পঞ্চায়েতগুলোই একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এই কারণে তহবিলের যথাযথ হস্তান্তর এবং গ্রামস্তরে পরিকাঠামো উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় শর্ত। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন গ্রামীণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একটি শক্ত ভিত্তি রচনা করলেও এই উদ্দেশ্যে কোন মূল্যবান কর্মসূচি বা কৌশল সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেনি।

সামগ্রিকভাবে, এই সমীক্ষা গ্রামীণ মানুষের সুনির্দিষ্ট চাহিদা, পঞ্চায়েতের বৃহত্তর ভূমিকা, সহস্রাব্দের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কৌশল, তহবিলের যথাযথ হস্তান্তর এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

প্রথম পাতার পর...

গরীবদের কমিউনিটি কিচেন

হাসপাতাল প্রভৃতির কাছাকাছি এই সমস্ত কেন্দ্র খুলতে হবে। তারপর গরীব মানুষরা যেখানে থাকেন সেখানে ভ্যানে করে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্র চালাবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেট সেক্টর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপর ভার দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে চাল, ডাল, গম প্রভৃতি সরকার বিনামূল্যে দেবে। ওয়াধা কমিটি অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশের মত রাজ্যে হাসপাতালে আসা গরীব রোগী এবং তাদের লোকজনেদের কমিউনিটি কিচেন খুলে রান্না করা খাবার সরবরাহের কথাও তাদের রিপোর্টে তুলে ধরেছেন।

এই সমস্ত সুপারিশের পাশাপাশি ওয়াধা কমিটি গরীব মানুষদের বিনামূল্যে 'ফুড' কুপন দেওয়ারও সুপারিশ করেছেন। এই কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা হল, বহু মানুষের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তারা সরকারি অন্ত্যোদয়/অন্নপূর্ণা যোজনার খাদ্যশস্য কিনতে পারেন না। আবার অনেক গরীব মানুষের নামও অন্ত্যোদয়/অন্নপূর্ণা যোজনায় নেই। তাই কমিটি এ ধরনের মানুষদের জন্য পিছিয়ে পড়া জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত: ১০টি করে ফুড কুপন পাঠাতে বলেছেন। প্রতিটি কুপনের বিনিময়ে প্রতিমাসে ১০ কেজি চাল-গম বিনামূল্যে পাবেন কুপনধারীরা।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য খাদ্যের অধিকার বিষয়ে পি ইউ সি এলের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কয়েক বছর আগে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি পি ওয়াধার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পিছিয়ে পড়া ১৫০টি জেলার জন্য অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করার নির্দেশ জারী করেন, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১১ টি জেলা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা এবং রাষ্ট্র তথা জাতির স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা ভারতে জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ অভিন্ন ও আবশ্যিক করার জন্যে '১৯৬৯ সালের জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ আইন' বলবৎ করা হয়েছে। আবার এই আইন অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ বিধি ১৯৭২।' এটি কার্যকর করা হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে। পরবর্তীকালে ভারতের মহানিবন্ধকার (Registrar General) নথিভুক্তকরণকে আরও সরলীকরণ করার জন্য জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণের পুনর্গঠিত ব্যবস্থা (The Revamped System of Registration of Birth's and Death's) কার্যকর করার নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ বিধি, ১৯৭২' বাতিল করে 'পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ বিধি ২০০০' বিগত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে নোটিফিকেশন নং (H/FW/779/1A-7/2000) অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করার আদেশ জারি করা হয়।

বর্তমানে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৬৯ (The Registration of Birth's and Death's Act 1969)এবং 'পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ বিধি ২০০০' (The Registration of Birth's and Death's Rules 2000) অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ পরিচালিত হচ্ছে।

পঞ্জিকরণ আইনের ৪ নং ধারা বলে পশ্চিবঙ্গের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, জন্ম-মৃত্যুর মুখ্য পঞ্জিকার বা চিফ রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ সংক্রান্ত কাজকর্মের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ব্যুরো অফ হেলথ্ ইন্টেলিজেন্সের ডাইরেক্টরকে ডেপুটি চিফ রেজিষ্ট্রার এবং তারই অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিকস্) কে এসিস্টেন্ট চিফ রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে জেলাশাসক হলেন জেলা পঞ্জিকার বা ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার। তার সঙ্গে তিনজন অতিরিক্ত জেলা পঞ্জিকার বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার আছেন। এরা হলেন সাধারণ প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২। শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি অফিসের একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে জন্ম-মৃত্যুর স্থানীয় রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয়। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার হলেন প্রতি ব্লকের ব্লক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। পঞ্জিকরণ ব্যবস্থার বিস্তৃত ও জনসাধারণের আরও সুবিধার জন্য এখন প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে সাব-রেজিষ্ট্রার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ১৯৯৭-এর ১৯ মে তারিখে (HF/O/FW/4C-2/941/174-P) নম্বর নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে।

বয়সের প্রমাণ, স্কুলে ভর্তি, নাগরিকত্ব অর্জন, সামাজিক-নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুবিধা, পাশপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসিকরণ ও আরও নানাকারণে জন্মের প্রমাণপত্রের প্রয়োজন। তেমনিই, বীমা ও পেনশনের নিষ্পত্তির ব্যাপারে, জমিজমার মালিকানা নিরূপণ ও তত্ত্বাবধান, মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ প্রতিপন্ন করার জন্য এবং আরও অনেক কাজের জন্য মৃত্যুর প্রমাণপত্রেরও সমান প্রয়োজন। এ ছাড়া দেশ তথা জাতির স্বার্থে এর পরিসংখ্যানগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা নির্ধারণে আদমশুমারী যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি জানার জন্য, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার ইত্যাদি নির্ধারণে, জনসংখ্যার তাৎক্ষণিক সঠিক চিত্র পেতে এবং সর্বোপরি বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ আবশ্যিক। এ ছাড়া শিশুদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে বিশেষ রোগ নির্মূল কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেবার তথ্য সংগ্রহের জন্য এই পঞ্জিকরণ পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়ক।

জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ আইন, ১৯৬৯ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জিকরণ করানো বাধ্যতামূলক।

১। কে জন্ম-মৃত্যুর খবর দেবেন অর্থাৎ সংবাদদাতা কে?

এটি স্থির হয় আইনের ৮ ও ৯ ধারা অনুযায়ী। কোথায় জন্ম হলে কে খবর দেবেন তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

ক) বসত বাড়ি	**ক) পরিবারের প্রধান। তার অনুপস্থিতিতে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়া।**
খ) হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি সদন অথবা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান	**খ) ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার অথবা তার অনুমোদিত অধিকারপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি।**
গ) কারাগার বা কয়েদখানা	**গ) ভারপ্রাপ্ত কারাপাল (Jailor)।**
ঘ) বোর্ডিং, লজ, ধর্মশালা, সর্বজনীন আবাসস্থল	**ঘ) সেখানকার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।**
ঙ) প্রকাশ্য স্থান	**ঙ) শহরাঞ্চলে-থানার পুলিশ অফিসার-ইনচার্জ। গ্রামাঞ্চলে-গ্রামের প্রধান ব্যক্তি।**
চ) বাগিচা	**চ) বাগিচার সুপারিনটেনডেন্ট।**

২। কার কাছে জন্ম-মৃত্যুর খবর দিতে হবে?

আইন অনুযায়ী যে স্থানে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে সেই স্থানের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে তা পঞ্জিকরণ হবে।

শহরাঞ্চলে: মিউনিসিপ্যালিটি বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, নোটিফায়েড এরিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া ইত্যাদি অফিসের স্থানীয় রেজিষ্ট্রারকে।

গ্রামাঞ্চলে: স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে সমস্ত জন্ম ও মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

৩। কত দিনের মধ্যে খবর দিতে হবে?

প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেই ঘটনা ঘটার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে জানাতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে যে সব জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনার খবর দেওয়া হবে, সেগুলি স্বাভাবিক বা নরম্যাল রেজিস্ট্রেশন বলে পরিগণিত হবে। এই সীমা অতিক্রম করে যে পঞ্জিকরণ, তাকে বিলম্বিত পঞ্জিকরণ বা ডিলেইড রেজিস্ট্রেশন বলা হবে।

৪। বিলম্বিত পঞ্জিকরণের ব্যবস্থা:

জন্ম-মৃত্যু আইন, ১৯৬৯ এর ১৩ নম্বর এবং পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু বিধির ১০ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই পঞ্জিকরণ হয়। যে সব জন্ম-মৃত্যুর ঘটনার খবর ২১ দিনের মধ্যে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলিকে বিলম্ব অনুযায়ী তিনরকম ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) সংবাদ যখন ২১ দিনের পরে কিন্তু ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দেওয়া হয় তখন গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার সংবাদদাতার কাছ থেকে ২.০০ টাকা লেট ফি জমা নিয়ে, ঘটনাটিকে পঞ্জিকরণের অনুমতি দেবেন। এই অনুমতির বলে স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার ঘটনাটি পঞ্জিকরণ করবেন। শহরাঞ্চলে এবং যেখানে সাব-রেজিষ্ট্রার নেই সেখানে ওই লেট ফি'র বিনিময়ে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারই পঞ্জিকরণ করবেন।

(খ) সংবাদ যদি ঘটনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের পরে কিন্তু এক বছরের মধ্যে দেওয়া হয়, তাহলে, গ্রাম বা শহর দুই অঞ্চলেই, সংবাদদাতাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোনও নোটারি পাবলিকের কাছে একটি হলফনামা (এফিডেভিট) করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে, জেলা রেজিষ্ট্রার বা অতিরিক্ত জেলা রেজিষ্ট্রারের অনুমতি নিতে হবে এবং ট্রেজারি চালানে ৫.০০ টাকা লেট ফি জমা দিতে হবে। এই অনুমতির জন্যে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে। এর পরই স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার ওই ঘটনাটির বিলম্বিত পঞ্জিকরণ সমাধান করবেন। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে অনুমতি দেবেন পৌর প্রধান বা পৌর প্রশাসক, লেট ফি জমা হবে পৌর তহবিলে এবং পঞ্জিকরণ করবেন স্থানীয় রেজিষ্ট্রার।

(গ) যদি ঘটনা ঘটার এক বছরের মধ্যে পঞ্জিকরণ না করা হয়, তাহলে তার পঞ্জিকরণের জন্য নির্ধারিত একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের 'আদেশ' এর প্রয়োজন। সংবাদদাতার আবেদনের পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় রেজিষ্ট্রারকে ঘটনাটি পঞ্জিকরণ করতে আদেশ দিলে তবেই ঘটনাটির পঞ্জিকরণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংবাদদাতাকে ১০.০০ টাকা লেট ফি দিতে হবে। শহরাঞ্চলে এই ফি পৌর তহবিলে জমা হবে। গ্রামাঞ্চলের জন্য ট্রেজারি চালানে এই ফি জমা দিতে হবে। স্থানীয় রেজিষ্ট্রার জমার রসিদ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠাবেন এবং সাব-রেজিষ্ট্রার ঘটনাটি পঞ্জিকরণ করবেন।

(ঘ) লেট ফি ছাড়াও প্রতিটি প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেটের জন্য দিতে হবে আরও ৫.০০ টাকা।

(ঙ) জন্ম নথিভুক্তির ১২ মাসের মধ্যে শিশুর নাম নথিভুক্ত করা যায়। কোনও ফি লাগে না। কিন্তু ১২ মাস পরে নথিভুক্তির খাতায় নাম তোলার জন্য ৫.০০ টাকা লেট ফি দিতে হবে। (ধারা-১৪/বিধি-১১)।

৪.১। নথিভুক্তির রেজিষ্ট্রি খাতা অনুসন্ধান করার জন্য ধার্য ফি পরিবর্তন করা হয়েছে। (ধারা-১৭/বিধি-১৪)

(ক) যেখানে প্রযোজ্য প্রতিটি ঘটনার প্রতি বৎসরের অনুসন্ধানের জন্য পরিবর্তিত ফি হয়েছে ২.০০ টাকা।

(খ) যদি অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনাটির নথিভুক্তি হয়নি, তবে রেজিষ্ট্রার বা সাব-রেজিষ্ট্রার ১০ নং ফর্মে অপ্রাপ্তির প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট দেবেন। এর জন্য ফি হল ২.০০ টাকা।

৫। গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে যে জন্ম-মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাদের সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা:

জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জিকরণ আইনের ৮(১)(ক) এবং পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ বিধির ৫(২) ধারা অনুযায়ী বাড়িতে কোনও ঘটনা ঘটলে সে বাড়ির প্রধান ব্যক্তি বা তার অনুপস্থিতিতে তার ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয় বা আত্মীয়ার দায়িত্ব খবর দেবার অর্থাৎ তিনিই সংবাদদাতা। তিনি সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অফিসে সংবাদ দিতে পারেন। এ ছাড়াও সংবাদদাতার সুবিধার জন্যে সাব-সেন্টারে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের এই সংবাদ সংগ্রহ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদেশনামাগুলি হল ৩০.০৭.৮৮ তারিখের H/PHP/817/SBHI/2A-1/86 (Part-II) এবং ১৬.০৭.৯৩ তারিখের H/PHP/578/ID-11/93 সংখ্যক।

জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে তিন রকমের ফর্ম তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ বিধি ২০০০-এ এগুলি বর্ণনা আছে। ফর্মগুলি হল-

১। জন্ম বিবরণী (Birth report) ফর্ম ১ হালকা গোলাপী

২। মৃত জাতের বিবরণী (Still birth report) ফর্ম ৩ হালকা নীল

৩। মৃত্যু বিবরণী (Death report) ফর্ম ২ হালকা হলুদ

এই ফর্মগুলি সাব-সেন্টারের স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে থাকে। তারা যখন তাদের রুটিন মাফিক এলাকার প্রতি বাড়িতে মাসিক পরিদর্শনে যাবেন, তখন ফর্মগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিদর্শনের ওই সময়ে জন্ম বা মৃত্যুর খবর যা পাবেন তা নির্দিষ্ট ফর্মে লিপিবদ্ধ করে নেবেন ও ওই বাড়ির কর্তা বা তার অনুপস্থিতিতে তার নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়াকে দিয়ে যথাস্থানে সই (অথবা টিপসই) করিয়ে নেবেন। কারণ, সংবাদদাতার সই ছাড়া রিপোর্টটি গ্রহণযোগ্য হবে না। তারপর ওই ফর্ম সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে জমা দেবেন। (উক্ত ফর্মের দু'টি অংশ)। একটি আইনগত তথ্য, অপরটি পরিসংখ্যানগত তথ্য। আইনগত তথ্যটি স্থায়ী রেকর্ড হিসাবে রেখে - রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার পরিসংখ্যানগত তথ্যটি জমা দেবেন।

এরপর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর...

জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ নিয়মাবলী

৬। পঞ্জিকরণ খাতা বা রেজিস্টারে শিশুর নাম লিপিবদ্ধ করা:

শিশুর জন্ম যদি তার নাম ছাড়া পঞ্জিকরণ করে রেজিস্টারে লেখা হয়ে থাকে, তবে পরে তার নাম রেজিস্টারে তোলা এবং জন্মের প্রমাণপত্র উল্লেখ করার ব্যবস্থাও আছে। এ জন্য জন্ম-মৃত্যু আইন, ১৯৬৯-এর ১৪ নম্বর এবং পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু বিধির ১১ নম্বর ধারা অনুসরণ করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে: এই ধারা অনুযায়ী শিশুর নাম স্থির হয়ে গেলে শিশুর পিতমাতা বা অভিভাবক সেই নামটি রেজিস্টারে এবং জন্মের প্রমাণপত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করবেন। সেই আবেদন অনুযায়ী স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার শিশুর নামটি রেজিস্টারের নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। যদি এর মধ্যেই জন্মের প্রমাণপত্র দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সেই প্রমাণপত্রটি ফেরত নিয়ে তার নির্দিষ্ট ঘরে শিশুর নামটি লিখে, সেখানে তারিখ দিয়ে সই করে প্রমাণপত্রটি ফিরিয়ে দেবেন। এই আবেদন যদি শিশুর জন্ম পঞ্জিকরণের দিন থেকে এক বছরের মধ্যে হয়, তবে সাব-রেজিষ্ট্রার নাম সংযোজনের জন্য কোনও ফি নেবেন না। এক বছরের পরে আবেদন করলে ৫.০০ টাকা লেট ফি (যা ট্রেজারি চালানে জমা দিতে হয়) নিয়ে ওই কাজ করবেন।

আবার যদি পঞ্জিকরণের খাতা বা রেজিস্টারটি জেলার রেকর্ডরুমে জমা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার ওই আবেদনপত্র যথাযথভাবে রেকর্ডরুমের অফিসার-ইন-চার্জের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অফিসার-ইন-চার্জ ৫০০ টাকা লেট ফি'র বিনিময়ে রেজিস্টারের নির্দিষ্ট ঘরে শিশুর নামটি লিপিবদ্ধ করে নেবেন।

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে: নাম সংযোজনের কাজটি স্থানীয় রেজিষ্ট্রার করবেন। অন্যান্য সব কিছুই গ্রামাঞ্চলের পদ্ধতির অনুরূপ অর্থাৎ আবেদনের রীতি, সময়সীমা, লেট ফি ইত্যাদিতে একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে।

৭। জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদানের পদ্ধতি:

(ক) ***বিনামূল্যে প্রমাণপত্র:*** জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ যখন নির্দিষ্ট সময়সীমা ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারকে জানানো হবে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বা নরম্যাল রেজিষ্ট্রেশন হলে), রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে তখনই, তিনি জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্রের এক কপি বিনামূল্যে সংবাদদাতাকে দেবেন। জন্ম-মৃত্যু আইনের ১২ নম্বর এবং পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু বিধির ৯ নম্বর ধারায় এই ব্যবস্থা আছে। অন্য কোনও অবস্থায় বিনামূল্যে প্রমাণপত্র দেবার নিয়ম নেই।

(খ) ***মূল্যের বিনিময়ে প্রমাণপত্র ও পঞ্জিকৃত ঘটনার অনুসন্ধান:*** বিলম্বিত পঞ্জিকরণে জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যায়। প্রতি কপি প্রমাণপত্রের মূল্য ৫০০ টাকা ধার্য আছে। ১৯৬৯ সালের জন্ম-মৃত্যু আইনের ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী যে কেউ যে কোন পঞ্জিকৃত ঘটনার প্রমাণপত্র নেবার জন্যে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রে যদি পঞ্জিকরণের সঠিক তারিখ উল্লেখ থাকে, তবে কোনও অনুসন্ধান-মূল্য (Searching fee) দিতে হবে না। অন্যথায়, অর্থাৎ সঠিক তারিখের অভাবে, প্রতি ঘটনার জন্যে বছর প্রতি ২.০০ টাকা সার্চিং ফি জমা দিতে হবে। আবেদনকারী একাধিক প্রমাণপত্র চাইলে, উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে শহরে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার বা গ্রামে সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে আবেদন করবেন। তিনি কারণের উপযুক্ততায় সন্তুষ্ট হলে, প্রতি কপি প্রমাণপত্রের জন্যে ৫.০০ টাকা করে জমা নিয়ে প্রমাণপত্র দেবেন। প্রমাণপত্র ডাক মারফৎ পাঠানো যেতে পারে, যদি আবেদনকারী তেমন অনুরোধ করেন ও ডাকমাশুলের খরচ বহন করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, লেট-ফি, সার্চিং-ফি বা প্রমাণপত্রের মূল্য, সব কিছুই একই চালানে জমা দেওয়া যেতে পারে।

৮। পঞ্জিকৃত ঘটনা সংশোধন অথবা বাতিল করার পদ্ধতি:

জন্ম-মৃত্যু আইনের ১৫ নম্বর ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ জন্ম-মৃত্যু বিধির ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী স্থানীয় রেজিষ্ট্রার /সাব-রেজিষ্ট্রার পঞ্জিকৃত যে কোনও ঘটনা সংশোধন অথবা বাতিল করতে পারেন, যদি তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র থেকে সন্তোষজনকভাবে জ্ঞাত হন যে, ঘটনাটি ভুলক্রমে জানানো হয়েছে বা ভুলক্রমে পঞ্জিকরণ করা হয়েছে, কিংবা যে ঘটনাটি জানানো হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়। কোনও ঘটনা সংশোধন করার সময়, প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াও ঘটনাটি জানেন এমন দু'জন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ করে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

যদি কোনও ঘটনা, প্রদত্ত লিখিত সংবাদ থেকে নকল (Copy) করে পঞ্জিকরণ করার সময় কোনও ভুল হয় বা পদ্ধতিগতভাবে কোনও ভুল হয়, তাহলে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার নিজে তা খতিয়ে দেখবেন। ঘটনাটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলে, তিনি নিজেই সংশোধন করবেন। এর জন্যে কোনও বিবৃতি (Declaration) দরকার নেই। এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, রেজিস্টারে তোলা কোনও লেখা (Entry)-র কোনও পরিবর্তন হবে না বা সেটি কাটা যাবে না, শুধুমাত্র খাতার মার্জিনে সংশোধিত রূপটি লিখতে হবে। সংশোধনের পর ওই মার্জিনেই রেজিষ্ট্রার বা সাব-রেজিষ্ট্রার তার নাম তারিখ সহ সই করবেন, সংবাদদাতাকে ওই সংশোধনটি জানাবেন এবং এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে জমা দেবেন। গ্রামাঞ্চলের জন্য এই অফিসার হচ্ছেন জেলা রেজিষ্ট্রার, কর্পোরেশনের মেয়র/অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, মিউনিসিপ্যালিটিতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান/অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার এবং ক্যান্টনমেন্ট ও নোটিফায়েড এরিয়ার এক্সিকিউটিভ অফিসার।

যে ঘটনাটির সংশোধন করা হবে, সেটি যে রেজিস্টারে তোলা আছে সেই রেজিস্টারটি যদি স্থানীয় রেজিস্টার/সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে না থাকে, অর্থাৎ যদি রেজিস্টারটি এর মধ্যে জেলা রেকর্ডরুমে জমা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছ থেকে ওই রেজিস্টারটি নেবেন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন/বাতিলের কাজ সমাধান করে অফিসারকে ফিরিয়ে দেবেন। তিনিও (অফিসার) রেজিস্টার ফেরত পেয়ে সংশোধনের জায়গাটিতে প্রতিস্বাক্ষর (Countersign) করে তারিখ দেবেন। তারপর সেটি তার রেকর্ডরুমের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দেবেন।

৯। জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টারের সংরক্ষণ ও পরিসংখ্যান প্রেরণ পদ্ধতি:

স্থানীয় রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার ইংরেজি বছরের প্রথমেই অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি নতুন রেজিস্টার শুরু করবেন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্জিকরণের ক্রমিক সংখ্যা দেবেন। অর্থাৎ ১লা জানুয়ারিতে প্রথম পঞ্জিকৃত ঘটনার ক্রমিক সংখ্যা ১ এবং ৩১ ডিসেম্বরের শেষ ঘটনাটির ক্রমিক সংখ্যায় বছর শেষ হবে। সংবাদ পাবার পরে যত শীঘ্র সম্ভব অর্থাৎ দেরী না করে, ঘটনাটিকে পঞ্জিকৃত করতে হবে। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে পঞ্জিকরণ করতে হলে অবশ্য আইন নির্ধারিত নিয়ম পালন করেই ঘটনাটির পঞ্জিকরণ হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিধিনিষেধ পালন করা যে সময় (বছরে) শেষ হবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ সেই বছরে) বিলম্বিত পঞ্জিকরণটি হবে। যে বছরের ঘটনা সেই বছরটি পার হয়ে গেলে আর সেই বছরের মধ্যে কোনওক্রমে পঞ্জিকরণ করা যাবে না। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, ১৫.০৩.৯৫-এর একটি সংবাদ অজ্ঞতাবশত ১০.০২.৯৭ তারিখে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারের/সাব-রেজিষ্ট্রারের কাছে জানানো হল। এ ঘটনা কখনোই ১৯৯৫-এ লেখা যাবে না। দেরীতে দেওয়া খবরের ভিত্তিতে পঞ্জিকরণের সব নিয়মকানুন মিটিয়ে তা চলতি বছরে পঞ্জিকৃত হবে। বিধিনিয়ম পালন করতে যদি ১৯৯৮ হয়ে যায়, তবে ওই ঘটনা ১৯৯৮-এ তোলা হবে, আবেদনের বছর ১৯৯৭ বা ঘটনা ঘটার বছর ১৯৯৫ এর কোনও সময়েই নয়।

স্থানীয় রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার কোনও বছরের খাতা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সেই বছর শেষ হবার পর আরও ১২ (বারো) মাস তার কাছে রাখবেন। তারপর ওই খাতা ও রিপোর্টের কাগজপত্র এক নির্দিষ্ট অফিসারের নিরাপদ সংরক্ষণে রাখার জন্যে তার কাছে জমা দেবেন। গ্রামাঞ্চলের জন্য এই অফিসার হচ্ছেন জেলা রেজিষ্ট্রার, কর্পোরেশনে কর্পোরেশনের মেয়র/অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার, মিউনিসিপ্যালিটিতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান/এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ক্যান্টনমেন্ট ও নোটিফায়েড এরিয়ার এক্সিকিউটিভ অফিসার।

প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে (নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু, মৃত-জাতের বিবরণীর পরিসংখ্যানগত অংশ) সাব-রেজিষ্ট্রার স্থানীয় রেজিষ্ট্রারকে জমা দেবেন। স্থানীয় রেজিষ্ট্রার (গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয়েরই) ওইগুলি (Deputy Chief Registrar of Births and Deaths, West Bengal and Director, State Bureau of Health Intelligence, West Bengal, 73, Lenin Sarani, Kolkata-13)-এর কাছে জমা দেবেন। স্টেট ব্যুরোতে ওই মাসিক রিপোর্টগুলো থেকে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হবে। ওই পরিসংখ্যান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হবে।

১০। জন্ম-মৃত্যু আইনের ধারাভঙ্গের অপরাধের শাস্তি প্রদান পদ্ধতি:

যদি কেউ ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কোনও জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ স্থানীয় রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রারকে না দেন বা পঞ্জিকরণ খাতায় তার নাম ও স্বাক্ষর দিতে না চান, তাহলে তার শাস্তি হবে এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫০ টাকা জরিমানা হতে পারে। যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াও কোনও রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রার যদি জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রি করতে বা বিধিবদ্ধ রিপোর্ট পাঠাতে অস্বীকার করেন, তারও অনুরূপ শাস্তি হতে পারে। তবে, এই আইন মোতাবেক অপরাধের জন্য গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে জেলা রেজিষ্ট্রার এবং শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র বা চেয়ারম্যান ছাড়া আর কেউ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারবেন না।

১১। কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ঘটা ঘটনার পঞ্জিকরণ:

(ক) ***যমজ বা ততোধিক জাত শিশু:*** প্রসবকালে একই মা যদি দুই বা ততোধিক শিশুর জন্ম দেন, তা হলে প্রত্যেকটি জন্মই আলাদা আলাদা ভাবে পঞ্জিকরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় মন্তব্য যথাস্থানে (অর্থাৎ 'মন্তব্য'র ঘরে) উল্লেখ করা থাকবে।

(খ) ***অবৈধ জন্ম:*** 'মন্তব্য'র ঘরে অবৈধ (Illegitimate) কথাটি লিখে রাখতে হবে। পিতা হিসাবে কারুর নাম লেখা যাবে না, যদি না মাতা এবং পিতৃত্ব স্বীকারকারী ব্যক্তি যুগ্ম লিখিত আবেদন করেন।

(গ) ***পরিত্যক্ত নবজাতক অথবা পরিত্যক্ত মৃতদেহ:*** উন্মুক্ত স্থানে (Public Place) কোনও নবজাতক শিশু অথবা মৃতদেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় দৃষ্ট হলে তার খবর দেবার দায়িত্ব গ্রামাঞ্চলে গ্রামের প্রধানের এবং শহরাঞ্চলে থানার অফিসার-ইন-চার্জের। তারা স্থানীয় রেজিষ্ট্রার/সাব-রেজিষ্ট্রারকে সংবাদ দিলে তিনি পঞ্জিকরণ করবেন। ওই শিশু বা মৃতদেহ আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য যে কেউই যদি দেখতে পান তবে তা প্রধান/অফিসার-ইন-চার্জের গোচরে আনতে পারেন।

জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণের পুনর্গঠিত ব্যবস্থা:

ভারতের মহানিবন্ধকার (Registrar General) প্রচলিত জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তিকরণের মাধ্যমে জাত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যকলাপের পর্যালোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্মের আকার, বিন্যাস এবং বিষয়বস্তুও ওই পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পর্যালোচনার ফলস্বরূপ পুরাতন ফর্মগুলির পরিবর্তনসহ নথিভুক্তিকরণেরও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তনের ফলে নিবন্ধকারের কাজ অনেক কমে যাবে এবং রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠাতে যথেষ্ট সময় তিনি পাবেন - বিলম্ব হবে না। রাজ্য স্তরে এবং জাতীয় স্তরে এর ফলে জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত সঙ্কলন করা সম্ভব হবে।

১। পুনর্গঠিত ব্যবস্থার লক্ষ্য:

(১) নিবন্ধকারের কাজের ভার কমানো।

(২) নথিভুক্তি কেন্দ্র থেকে তথ্য ও বিবরণী দ্রুত সরবরাহ করা।

(৩) তথ্যাদির কার্যকর গতিময়তা বজায় রাখা।

(৪) সংগৃহীত তথ্যগুলিকে আইনগত এবং পরিসংখ্যানগত এই দুইভাবে পৃথক করে বিন্যাস করা।

(৫) অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাতিল করা।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য সংযোজন করা।

(৭) কার্যকরীভাবে প্রয়োজনভিত্তিক কাগজের ব্যবহার।

(৮) নথিপত্রের সংরক্ষণের জন্য গুদামজাত করার স্থানের প্রয়োজনীয়তা কমানো।

এরপর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ নিয়মাবলী

(৯) কম্পিউটারে তথ্য তুলে রাখার সহজসাধ্য ব্যবস্থা করা।
(১০) গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণের জন্য বৈদ্যুতিন প্রতিচ্ছবি তৈরির ব্যবস্থা করা।

২। নতুন বিবরণীপত্র (ফর্ম):

জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকারের নিকট পাঠানোর জন্য তিন রকমের বিবরণীপত্র (ফর্ম) ব্যবহৃত হয়। এই বিবরণীপত্রগুলিকে নতুন সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, পত্র (ফর্ম) নং-১ জন্ম বিবরণী, পত্র (ফর্ম) নং-২ মৃত্যু বিবরণী, পত্র (ফর্ম) নং ৩ মৃতজাতের বিবরণী। এই তিনটি ফর্মের প্রধান বৈশিষ্টগুলি নীচে বর্ণনা করা হল।

(১) প্রতিটি ফর্মের দু'টি অংশ। অংশ দু'টি একটি সছিদ্র রেখার দু'পাশে অবস্থিত। বাঁদিকের অংশটি হল 'আইনগত তথ্যের অংশ' এবং ডানদিকের অংশটি হল 'পরিসংখ্যান সংক্রান্ত' তথ্যের অংশ। এই সছিদ্র রেখাটি থাকার ফলে দু'টি অংশকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করে পৃথক করা যাবে। দু'টি অংশই সংবাদদাতাকে পূরণ করতে হবে এবং আইনগত তথ্যের নীচে তার স্বাক্ষর থাকবে।

(২) ফর্মের নীচের অংশে রেখাবেষ্টিত স্থানের তথ্যাদি নির্দিষ্ট অংশ নথিভুক্তির সময় নিবন্ধকারকে পূরণ করতে হবে।

(৩) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যের কয়েক দফাতে পূর্বনির্ধারিত সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংকেতগুলি তথ্য নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

(৪) ফর্মের মধ্যে প্রতি দফা তথ্যের পাশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৫)তিন রকমের বিবরণীপত্র তিনটি পৃথক রঙের কাগজে মুদ্রিত হয়েছে যাতে সহজেই প্রত্যেকটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। জন্ম বিবরণীর গোলাপী, মৃত্যুবিবরণীর হালকা হলুদ এবং মৃতজাতের বিবরণী রং হালকা নীল।

৩। 'জাতীয়তা' (Nationality) এবং 'স্থায়ী ঠিকানা' (Permanent Address) সমস্ত ফর্ম থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। নানা রকম জটিলতা এবং বিতর্ক এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত।

৪।জন্ম বিবরণী (ফর্ম নং-১):

তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত নতুন বিষয় জন্ম বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

(ক) ***মাতার বাসস্থান*** - গ্রাম বা শহর।

যে শহর বা গ্রামে মাতা সাধারণত বাস করেন। সংবাদদাতাকে শুধুমাত্র রাজ্য, জেলা, শহর বা গ্রামের নাম লিখতে হবে। বাড়ীর ঠিকানা লেখার প্রয়োজন নেই।

(খ) ***বিবাহের সময় মাতার বয়স*** -

বিবাহের স্থিতিকাল নির্ণয়ের জন্য এই তথ্য খুবই প্রয়োজনীয়।

(গ) ***প্রসবের পদ্ধতি*** -

এর থেকে স্বাভাবিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে কোন দিকে প্রবণতা বেশি সেই তথ্য জানা যায়। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবণতার গতিপ্রকৃতি বোঝা যায়।

(ঘ) ***জন্মের সময় শিশুর ওজন*** -

শিশু মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত, এই তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ঙ) ***গর্ভের স্থিতিকাল*** -

জন্মের সময় শিশুর ওজন এবং মায়েদের বয়সের সঙ্গে গর্ভের স্থিতিকালের পর্যালোচনা করলে মায়েদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

৫। মৃত্যুর বিবরণী (ফর্ম নং-২):

মৃত্যু বিবরণী ফর্মে নতুন তিন দফা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ক) ***মৃতের বাসস্থান গ্রাম বা শহর*** -

মৃত ব্যক্তি যেখানে বাস করতেন সেই গ্রাম বা শহরের নাম। ঠিকানার প্রয়োজন নেই।

(খ) ***গর্ভজনিত কারণে মৃত্যু*** -

কোনও স্ত্রী লোকের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন বা গর্ভমুক্তির ছয় সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হলে গর্ভজনিত কারণে মৃত্যু বলে গণ্য করা হবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে গর্ভপাত হয়েও গর্ভমুক্তি ঘটতে পারে।

(গ) ***তামাক, সুপারি এবং মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কিত তথ্য***-

যে সমস্ত অভ্যাস বা আসক্তি রোগ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে মৃত্যু ঘটাতে পারে সেই তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তামাকের বিভিন্ন ব্যবহার যেমন ধূমপান, খৈনি, জর্দা ইত্যাদি, সুপারি পানমশলা ইত্যাদি চিবানো এবং মদ্যপান এই অভ্যাসগুলি মৃত ব্যক্তির ছিল কিনা সেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৬। মৃতজাতের বিবরণী (ফর্ম নং ৩):

মৃতজাতের বিবরণীতে দুই দফা নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে - এগুলি হল 'গর্ভের স্থিতিকাল' এবং 'ভ্রূণের মৃত্যুর কারণ'।

৭। রেজিস্ট্রি খাতা (Register):

জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য লেখার জন্য বর্তমানে যে বিশাল রেজিস্ট্রি খাতা ব্যবহার করা হয় তা বাতিল করা হয়েছে। পুনর্বিন্যস্ত বিবরণী ফর্মের আইনগত তথ্যের অংশগুলিকে নির্দিষ্ট বৎসরের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমানুসারে একত্রে রাখতে হবে। এগুলিকে বলা যেতে পারে খোলা পাতা রেজিস্ট্রি খাতা। বৎসরের শেষে এই খোলা পাতাগুলিকে বাঁধিয়ে নিতে হবে। তৈরি হবে - সেই বৎসরের রেজিস্ট্রি খাতা। পুরনো ১১,১২ এবং ১৩ নং ফর্মের আর প্রয়োজন থাকবে না।

৮। নিবন্ধকার/উপনিবন্ধকার (Sub-Registrar) এর কর্তব্য:

নথিভুক্তিকরণের সময় ও তার পরে নিবন্ধকারের অনেক কাজ আছে

(ক) নিবন্ধকার হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে পূরণ করা বিবরণীপত্র পাবেন। ব্যক্তিগত সংবাদদাতা মৌখিকভাবেও জন্ম/মৃত্যুর সংবাদ জানাতে পারেন, বিশেষত: যদি তিনি নিরক্ষর হন। সে ক্ষেত্রে নিবন্ধকারকেই বিবরণীপত্রের প্রয়োজনীয় স্থানগুলি পূরণ করতে হবে এবং আইনগত তথ্যাবলীর নীচে সংবাদদাতার স্বাক্ষর নিতে হবে। বিবরণীপত্র যথাযথ এবং সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে। আইনগত তথ্যের অংশ স্থায়ী দলিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং কোনও কারণে লেখায় কাটাকাটি হলে বা অন্য কোনও কারণে লেখা অস্পষ্ট হলে নতুন ফর্ম পূরণ করতে হবে। জন্ম বা মৃত্যুর বিবরণী পাওয়ার পর এবং প্রয়োজন মনে করলে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করে নথিভুক্তির নম্বর এবং নথিভুক্তির তারিখ ফর্মের নীচের অংশে নির্দিষ্ট স্থানে লিখতে হবে। অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থানে তার স্বাক্ষর থাকবে। এতক্ষণে নথিভুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হল। গ্রামীণ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা উপনিবন্ধকার হিসাবে এই একই কাজ করবেন।

(খ) নথিভুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফর্মের নীচের নির্দিষ্ট স্থানে (উভয় অংশের) পরিসংখ্যানগত তথ্য এবং নথিভুক্তি কেন্দ্রের ভৌগোলিক পরিচিতি লিখবেন। যেহেতু ভৌগোলিক পরিচিতি প্রতিটি জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনার জন্য একই হবে, একটি রাবার স্ট্যাম্প তৈরি করে নিলে সুবিধা হবে। সময় সংক্ষেপিত হবে।

এরপর নিবন্ধকার/উপনিবন্ধকার বিবরণী ফর্মের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যের অংশটি বিচ্ছিন্ন করে অনুক্রমিকভাবে একটি ফোল্ডারে রাখবেন। আর আইনগত তথ্যের অংশটি আর একটি পৃথক ফোল্ডারে রাখবেন। মনে রাখতে হবে যে আইনগত তথ্যের অংশগুলি স্থায়ী দলিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে কোনও ফর্ম নষ্ট না হয় বা হারিয়ে না যায়।

(গ) প্রতি মাসের শেষে (পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে) নিবন্ধকার/উপনিবন্ধকার পূর্ববর্তী মাসে যে জন্ম-মৃত্যু এবং মৃতজাতের বিবরণী নথিভুক্তি করেছেন সেই ফর্মগুলির পরিসংখ্যান তথ্যাংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে নথিভুক্তির ক্রমানুসারে বিন্যাস করবেন। তারপর নিবন্ধকার (শহরাঞ্চলে) এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ পৃথক পৃথক ভাবে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন রাজ্যের কেন্দ্রীয় দপ্তরে **(SBHI)**। গ্রামাঞ্চলে উপনিবন্ধকার সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ পাঠাবেন ব্লকের স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কাছে। ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর হলেন ব্লকের স্থানীয় 'নিবন্ধকার'।

জেলার কর্তৃপক্ষকে **(Dy. CMOH-II)** একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী (চালান) প্রতি মাসে পাঠাতে হবে। সংক্ষিপ্ত বিবরণীর এক প্রস্থ অবশ্যই নিবন্ধকার বা উপনিবন্ধকার নিজের অফিসে রাখবেন।

(ঘ) প্রতি বছরের শেষে নিবন্ধকার/উপনিবন্ধকার এর জন্ম, মত্যু এবং মৃতজাতের বিবরণীর আইনগত তথ্যাংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে বাঁধাবার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে তথ্যাংশগুলি যেন নথিভুক্তির ক্রমানুসারে বিন্যস্ত থাকে। বাঁধাই রেজিষ্টি বইয়ের সামনের মলাটের উপর নথিভুক্তির পর্যায়কাল, প্রথম ও শেষ নথিভুক্তির ক্রমিক সংখ্যা এবং নথিভুক্তি কেন্দ্রের ভৌগোলিক পরিচিতি লিখতে হবে।

৯। জন্ম-মৃত্যু এবং মৃতজাতের বিবরণী ফর্ম পূরণ করার নির্দেশাবলী: সাধারণ নির্দেশিকা:

বিবরণী ফর্মগুলি পূরণ করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

(১)পরিচ্ছন্নভাবে স্পষ্ট করে ফর্মগুলি পূরণ করুন। সচেষ্ট থাকুন যাতে কোনও কাটাকাটি না হয়। বিশেষ করে আইনগত তথ্যের অংশ পূরণ করার সময়। কারণ, নথিভুক্তিকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর আইনগত তথ্যাংশটি রেজিস্ট্রি বইয়ের অংশ হয়ে যাবে এবং আইনি দলিল হিসাবে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

(২) এটা সুনিশ্চিত করুন যে আইনগত তথ্যাংশ পূরণ করার সময় যেন লিখিত অংশ কোনভাবেই পরিসংখ্যানগত তথ্যাংশের উপর না গিয়ে পড়ে। কারণ, তাহলে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাংশটি বিচ্ছিন্ন করে পাঠাবার সময় প্রয়োজনীয় আইনগত তথ্য হারিয়ে যাবে এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

(৩) নীল বা কালো কালি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ একটি নিরবচ্ছিন্ন, স্থায়ী ও বাধ্যতামূলক বিষয়। পরিকল্পনার সাফল্য নির্ণয়ে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া বহুবিধ প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জিকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এই সামগ্রিক পঞ্জিকরণের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব।

তথ্য সহায়তা: স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকার, স্টেট ব্যুরো অফ হেলথ্ ইন্টেলিজেন্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দলের মাধ্যমেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

গোমা ছেত্রী: জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের সাতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি গ্রাম সংসদের মধ্যে একটি মধুবাগান সংসদ। গ্রামটি মূলত: আদিবাসী অঞ্চল এবং এর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পুরোপুরি চা বাগানের উপর নির্ভরশীল। এই সংসদেই রয়েছে সারনা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রত্যেক পরিবারই চা বাগানের শ্রমিক। বর্তমানে চা শিল্পের বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন এই গোষ্ঠীর পরিবারের মত চা বাগানের প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার। বছরের বেশির ভাগ সময়েই এই গোষ্ঠীর সদস্যদের সংসার চালানোর জন্য জয়গাঁ ভুটান সীমান্তে দিন মজুরের কাজ করতে হয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে এরা দিন কাটান। সারনা দলের সদস্যরা এই দুর্বিষহ দিনগুলি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্বনির্ভর দল গঠনকেই বিকল্প পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ২০০৭ সালে সারনা স্বনির্ভর দল গঠনের মধ্য দিয়েই তাদের পথ চলা শুরু হয়। এই দলে ১০জন সদস্য আছেন। দলের প্রত্যেকেই মাসিক ৩০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। দলের বয়স ৫ বছর। বর্তমানে তাদের মোট সঞ্চয় ৩৬ হাজার টাকা। নিজেদের সঞ্চয়ের টাকা নিজেরাই লেনদেন করছেন। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ক্যাশ ক্রেডিট লোন নিয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। দলের ৭ জন সদস্যের আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। দলের সম্পাদিকা আফসানা আনসারী দল থেকে ১০ হাজার টাকা লোন নিয়ে দু'টি সেলাই মেশিন কিনে নিজস্ব দোকান করে সংসার চালাচ্ছেন। দল করার আগে একটি মেশিন ছিল এবং তিনি বাড়িতে সেলাই করতেন।

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজনগর ব্লক কৃষি মেলা

বার্তা প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের ডাকবাংলো মাঠে ৩১শে জানুয়ারী ব্লক কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণীসম্পদ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদের সুসংহত জলবিভাজিকা প্রকল্প ইউনিট, টেগোর সোসাইটি এবং সার্ভিস সেন্টার এই মেলায় অংশ নেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন মডেল, লিফলেট, পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কাজকর্ম উপস্থিত চাষীদের কাছে তুলে ধরেন। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষীদের উৎপাদিত রকমারি ফসলের সম্ভার।

এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা সদর মহকুমা শাসক চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তিনি লোক কল্যাণ পরিষদের চাষবাসের ক্ষেত্রে নতুন ও যুগোপযোগী ধারার প্রতি স্থানীয় চাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কম জলে চাষ, টি পি এস, পাকচই প্রভৃতি নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে লোক কল্যাণ পরিষদের সহায়তা নেবার জন্য তিনি স্থানীয় চাষীদের আহ্বান জানান। চাষবাসের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করে জৈব সারের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে লোক কল্যাণ পরিষদ যে প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যবহার করছে তিনি তার উল্লেখ করে স্থানীয় চাষীদের এই জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সহ কৃষি অধিকর্তা চঞ্চল কুমার প্রামাণিক, অর্জুন কুমার গোড়াই, জেলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক আশুতোষ মন্ডল ও অমর কুমার মন্ডল, এ ডি এ দেবাশিষ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভায় কম জলে চাষ, রবি চাষে জিরো টিলারের ব্যবহার, চাষের জন্য সরকারি সহযোগিতায় ড্রাম সিডারের ব্যবহার, জৈব সার তৈরিতে সরকারি সহযোগিতায় কেঁচো সরবরাহ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পাম্প সেট ও পাওয়ার টিলার কেনার ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান সহ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত চাষীরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কম জলে চাষ, মিশ্র চাষ, জৈব পদ্ধতিতে চাষ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জন্য টমেটো, শসা তৈরির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, চাষবাস ও প্রাণীপালনের ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং পুতুল নাচের মাধ্যমে জৈব চাষের পদ্ধতি তুলে ধরা হয়। রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষীদের উৎপাদিত রকমারি ফসলের বিচার বিবেচনা করে চাষীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজনগর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, এম জি এন আর ই জি এ'র এক্সটেনশান অফিসার, রাজনগর ব্লকের এ ডি ও, রাজনগর হাইস্কুলের শিক্ষক প্রমুখ বিশিষ্ট পদাধিকারীরা। পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত চাষীরা হলেন - মাশরুম চাষের জন্য লাওজোরের উত্তম মন্ডল, ব্রুকোলি চাষের জন্য মাধাইপুরের সুদীপকান্তি রায়, পাকচই এর জন্য পিযূষকান্তি রায়, কুমড়ো চাষের জন্য রাজনগরের অসীম অধিকারী, টি পি এস এর জন্য মাধাইপুরের প্রদীপ কান্তি রায়, লঙ্কা চাষের জন্য পাতাডাঙ্গার উৎপল দে। তাছাড়াও সেখ সেলিম, মদন মন্ডল, চম্পা ঘোষ, নির্মল গোড়াই প্রমুখ চাষীদেরও ভালো ফসল ফলানোর জন্য কৃষি দপ্তর থেকে পুরস্কৃত করা হয়। এল সি ডি'র মাধ্যমে বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি ও চাষীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

কৃষি ও কৃষকের মেলবন্ধন পুরুলিয়ার কৃষি মেলায়

মনীন্দ্র মাহাতো: পুরুলিয়া জেলার জয়পুর ব্লকের উপর কাহান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মনিপুর এস ভি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ১৮ জানুয়ারি ব্লক কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জয়পুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মেঘনা পাল। তিনি বলেন, গ্রাম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত। তাই এখানে সাধারণ মানুষের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে কৃষির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কৃষির উন্নয়নে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি দূর করতে হবে। কারণ গ্রাম বাংলার ৭০-৮০ শতাংশ মানুষের জীবনজীবিকা পুরোপুরিভাবে কৃষি নির্ভর।

জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শঙ্কর নারায়ণ সিংদেও বলেন, কৃষি দপ্তরের তৎপরতায় জয়পুর ব্লকে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। চাষীরা যাতে সময়মত সার, বীজ এবং মিনিকীট পান তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষির যথাযথ উন্নয়ন না হলে এই ব্লকের মানুষের আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব নয়। কারণ গ্রামের চাষবাসই মানুষের মূল জীবিকা।

বিধায়ক ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, এই এলাকায় গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তাই আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষিকে ভিত্তি করেই আগামী দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। চাষবাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে জৈব সার প্রয়োগের সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করতেই হবে। মাটি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার তৈরিতে পঞ্চায়েত সমিতিকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, কৃষির সমস্যা ও আধুনিকীকরণের কথা সবাইকে ভাবতে হবে। সহ কৃষি অধিকর্তা সন্দীপ মিত্র বলেন, আগামী দিনে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটাতে হলে কৃষির গুরুত্ব বাড়াতে হবে। কৃষি ছাড়া গ্রামের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জলসেচিত জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কৃষি মেলাতে ব্লক কৃষি দপ্তর, পশুপালন অর্থাৎ প্রাণী সম্পদ বিভাগ, রেশম চাষ এবং লোক কল্যাণ পরিষদের স্টলগুলিতে নানাধরনের বইপত্র সহ অন্যান্য জিনিসের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, লোক কল্যাণ পরিষদের স্টলে পাকচই শাক ও প্রকৃত আলুর বীজ (টি.পি.এস) নিয়ে পরিষদের কর্মীদের সাথে অনেকের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়। এলাকার চাষীরা পাকচই শাক ও প্রকৃত আলুর বীজ থেকে চারা তৈরি করে আলু চাষের লক্ষ্যে বীজের ব্যবস্থার জন্য অনেকেই পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাপস ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করেন।

তাছাড়াও, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বক্তব্য রাখেন এবং কৃষি ব্যবস্থাপনাকে আরও ভাল করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষি মেলাতে, ছৌনাচ ও স্থানীয় ভাষায় ঝুমুর নাচের ব্যবস্থা ছিল।

জয়পুর ব্লকের 'অহিরা' নাট্যগোষ্ঠী 'আমি উপেন বলছি' নামক একাঙ্ক নাটক অভিনয় করে দেখান যেখানে অবহেলিত, বঞ্চিত এবং নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতেও এলাকার মানুষেরা খুব খুশী। মেলার শেষে, বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী প্রতিমা কালিন্দি ও প্রিয়াঙ্কা মাহাতো গীতিনাট্য'র মাধ্যমে তুলে ধরেন - রাঙামাটির জেলা পুরুলিয়ার লাল, পিয়াল, মহুয়ার কথা। পুরুলিয়ার বিখ্যাত টুসু পার্বণের মেলা থাকলেও কৃষি মেলাতে যথেষ্ট ভিড় চোখে পড়ে।

কফি চাষেও সমৃদ্ধ হতে পারে জলপাইগুড়ি

নাসিরুদ্দিন গাজী: চা বাগান সমৃদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলায় ধান, আলুর মাটিতে এখন কফি চাষও সম্ভব। জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ সন্ধান সংস্থার মোহিতনগর গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে এই কফি ফসল নিয়েই পরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানী অরুন কুমার শীঠ। দীর্ঘ দু'বছর ধরে কফি চাষ নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা চালিয়ে যথেষ্ট সাফল্য মিলেছে বলে তার দাবী। দু'বছর আগে মোহিতনগর গবেষণা কেন্দ্রে সুপারি ও নারকেল গাছের ছায়ায় এই পরীক্ষা শুরু হয়। কর্ণাটকে কফি চাষের ক্ষেত্রে অ্যারোবিকা ও রোবাস্টা নামে যে দু'ধরনের বীজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানেও সেই রকমের দু'টি প্রজাতির কফি বীজ রোপণ করা হয়। যে বীজে ভাল ফলন হবে সেগুলির কলম তৈরি করে বাজারে পাঠানো হবে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই অঞ্চলে কফি ফলন বাজারজাত করা খুবই সমস্যার। মূলত: বড় কোন কোম্পানীর মাধ্যমে এগুলো বাজারজাত করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত কম ফলন হলে সেগুলি কোম্পানীর কাছে পাঠানো লোকসান হয়ে দাঁড়াবে। তাই পরীক্ষার মাধ্যমে যদি ফলনের মাত্রা বাড়ানো যায় তাহলে এই এলাকায় কফি চাষে গুরুত্ব বাড়তে পারে বলে ধারণা গবেষকদের। বিশেষ করে এই এলাকার কৃষকরা কফি চাষের পদ্ধতি এবং পরিচর্যার সঠিক নিয়মকানুন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তবে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা সফল হলে আগামী দিনে কৃষকদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত মোহিতনগরের এই গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণা সফল হলে এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যাবে।

ঝালদায় কৃষি কর্মশালা

বার্তা প্রতিনিধি: সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (সি এ ডি সি) এর পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় কৃষকদের নিয়ে একটি কৃষি কর্মশালার আয়োজন করা হয় ঝালদা ২ নং ব্লকের বেগুনকোদর গ্রামে। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন ছাতনার বিধায়ক তথা সি এ ডি সি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার পর্যবেক্ষক শুভাশীষ বটব্যাল। আলোচনায় শান্তিরাম মাহাতো বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমি কমে আসছে কিন্তু বাড়ছে ফসলের চাহিদা। এই পরিস্থিতিতে উন্নত প্রণালীতে চাষ করলে একদিকে যেমন একই জমিতে উৎপাদন বাড়বে তেমনি আয়ও বাড়বে কৃষকদের। আর কৃষি উৎপাদন বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই উন্নতি হবে সেই এলাকারও। এই কর্মশালায় প্রায় দু'শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন বলেন জানা যায়।

পাঁচের পাতার পর

দল করেই উন্নয়ন

এখন তিনি মেশিন সংখ্যা বাড়িয়েছেন এবং নিজস্ব দোকানও করেছেন। অন্য একজন সদস্য দীপ উরাঁও ১০ হাজার টাকা লোন নিয়ে মুদি দোকান করেছেন। মাগে উরাঁও ও জুলি উরাঁও শুয়োর এবং গরু পালন করছেন। গীতা কোর দল থেকে ৫ হাজার টাকা লোন নিয়ে মুখরোচক খাবারের দোকান খুলেছেন। সংসারের কাজ করার ফাঁকে তারা এই কাজগুলি করছেন। এছাড়া সারনা দল মধু নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও মধু হাইস্কুলে মিড-ডে-মিল রান্নার দায়িত্ব পেয়েছে। সারনা দলের সদস্যরা শুধুমাত্র তাদের আর্থিক উন্নতিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বিভিন্ন সামাজিক কাজেও মন দিয়েছেন। গ্রামের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, মায়েদের অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো, টিকাকরণের কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা করা ইত্যাদি। সংসদ সভায় এলাকার সমস্যাগুলি তুলে ধরে সেগুলি রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েতে দাবী জানাচ্ছেন। বিপিএল পরিবারগুলি যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি সার্বিকভাবে পেতে পারেন তার জন্য পঞ্চায়েতে আবেদন জানাচ্ছেন। সারনা দলের দলনেত্রী রিঙ্কু পাল বলেন, দল করে আমরা আর্থিক, সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতাবান হয়েছি। আমাদের মানসিকতাও অনেক উন্নত হয়েছে। দল আগামী দিনে অ্যাক্টিভিটি ক্লাস্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিচ্ছে।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত